হরিনাকুন্ডুতে যত্রতত্র অবৈধ ইটভাটা! নেই প্রশাসনের নজরদারী

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলায় পরিবেশ দূষণ করে যত্রতত্র ইটভাটা স্থাপন করা হয়েছে। নেই বৈধ লাইসেন্স ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র । বাজার, স্কুল ও আবাসিক এলাকা ঘেষে গড়ে উঠেছে এসব ইটভাটা। প্রভাবশালী ইটভাটা মালিকদের চাপে দীর্ঘদিন আটকে আছে এসব অবৈধ ইটভাটায় অভিযান।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, ইট পোড়ানোর লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিসের সার্টিফিকেটসহ কোন অনুমোদন ছাড়াই ইটভাটার মালিকেরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নির্বিঘ্নে এসব ভাটায় বছরের পর বছর ইট পোড়ানো হচ্ছে। উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে সরকারি নীতিমালা অমান্য করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার ও আবাসিক এলাকায় ফসলি জমি নষ্ট করে অবৈধভাবে ভাটার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তারা। সবুজ বনায়ন কেটে ইটের ভাটায় দেদারছে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে।

ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় পথচারী, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং আবাসিক এলাকার জনস্বাস্থ্য মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, এছাড়া ফলদ বৃক্ষ, প্রাণী, জীববৈচিত্র ধ্বংস ও পরিবেশ দূষণের হুমকির মুখে পড়েছে। সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) ২০১৩ আইন অনুযায়ী, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষিজমির এক কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এ আইনের তোয়াক্কা না করে হরিনাকুন্ডু উপজেলায় গড়ে তোলা হয়েছে ১৭টি ইটভাটা। সড়কের পাশে ফসলি জমি ঘেঁষে শাখারীদহ বাজার এলাকায় হরিনাকুন্ডু ইটভাটা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান খোকনের মামা ভাগ্নে বিক্◌্রস, শীতলী পাড়া হাকিমপুর এলাকায় মেসার্স মিলন এন্ড জান্নাত ব্রিকস, পারমথুরাপুর মেসার্স আসাদ জাহাঙ্গীর ব্রিকস, চাঁদপুরে বাবুল হোসেন খানের আরএসবি ব্রিকস, ভায়না ইউনিয়নে ভাই ভাই ব্রিকস, আরাফ ব্রিকস, একতা ব্রিকস, সোহান ব্রিকস, রুমা ব্রিকস, এ জেড ডাবলু ব্রিকস, বিশ্বাস ব্রিকস, জামাত ব্রিকস ও দৌলতপুর ইউনিয়নে রয়েল ব্রিকস ও মাসুম পারভেজ এর বিজলী ব্রিকস নামের ইটভাটাগুলোতে ইট পোড়ানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। যেগুলোর অধিকাংশরই নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ জেলা প্রশাসনের লাইসেন্স। তবুও ভাটার ব্যবসা চলছে রমরমা। ফলে চুল্লি থেকে বের হওয়া কালো

ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ইট পোড়ানোর জন্য ভাটার চারপাশে শত শত মণ আম, জাম, কাঁঠাল, রেইনট্রি, কদম, নারিকেল, বাঁশের মাথা ও খেজুর গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের কাঠ মজুদ করা হয়েছে। এছাড়াও ফসলি জমির টপসয়েল কেটে পাহাড় সমান মাটির স্তুপ করা হয়েছে। উপজেলার অধিকাংশ ইটভাটা জনবসতির খুব কাছাকাছি অবস্থিত। ভাটাগুলোর ১০০ থেকে ১৫০ গজের মধ্যে রয়েছে বিপুল সংখ্যক ফলদ গাছ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শতাধিক বাড়িঘর। কাঠ পোড়ানোর বিষাক্ত ধোঁয়ায় গাছের পাতা পুড়ে যাচ্ছে। ভাটা এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকায় স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ইটভাটা নির্মাণের কারণে কৃষি জমির পরিমাণও দিন দিন কমতে শুরু করেছে।

ইট ভাটার শ্রমিকরা জানান, নিম্নমানের এসব ভাটায় কয়লা ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই তাই কাঠ দিয়েই ইট পোড়াতে হয়। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ফসলি জমির পাশে ইটভাটা গড়ে তোলার কারণে জমির উর্বরতা শক্তিহৃাসসহ ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এদিকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনে ইটভাটার মাটি সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসকের অনুমতি নেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু কোন রকম অনুমতি ছাড়ায় এ উপজেলায় প্রতি মৌসুমে ভাটার মালিকরা এক শ্রেনীর মাটি খেকো দালালদের মাধ্যমে কৃষি জমির উপরিভাগের টপসয়েল কেটে ইটভাটায় স্তপ করে থাকেন। ফলে ফসলি জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। অথচ এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা প্রশাসন। বিনিময়ে ইটভাটা থেকে বাৎসরিক আদায় করা হচ্ছে কোটি টাকার মাসোহারা। এদিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ইটভাটার। বাকীগুলো চলছে প্রশাসন কে ম্যানেজ করে। তবে এসব ইটভাটা মালিকরা সরকারকে রাজস্ব দিচ্ছেন বলে জানান। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে উর্বর তিন ফসলি জমি ও লোকালয়ে যে ইটভাটাগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলো ডিসি অফিস থেকে লাইসেন্স পাওয়ার আগে পরিবেশগত ছাড়পত্র বা অনাপত্তিপত্র পেল কিভাবে?
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ভাটা মালিক বলেন, প্রতিবছর এলআর ফান্ডে মোটা টাকা দিয়ে ইটভাটা মালিকরা যে লাইসেন্সটি নিয়ে থাকে তা দেখার আগে দেখতে হবে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত যে ছাড়পত্রটি দিয়েছে সেটি অফিসে বসে দিয়েছে নাকি ইটভাটার অবস্থানটা সরেজমিনে পরিদর্শন করে দিয়েছে?

অভিযোগ রয়েছে বছরে দু-একবার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দায় সারছে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ উপজেলা প্রশাসন। ভাটা মালিকদের বক্তব্য,

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কাছে অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা ও এলআর ফান্ডে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে
জানতে চাইলে তিনি জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরের লাইসেন্স ছাড়া ইটভাটা গুলো পরিবেশ সম্মত ও বৈধ নয়। তিনি আরও বলেন, আপনারা জানেন আমি এখানে নতুন যোগদান করেছি এবং স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছি এলআর ফান্ডে কোন টাকা নেয়া যাবেনা।

হরিনাকুন্ডুতে রাতের আধারে বাড়িতে হামলা, ভাংচুর

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার দুর্লভপুর মাঝপাড়া গ্রামে মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে গভীর রাতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসময় ওই বাড়ির একটি মোটর সাইকেল, সেলাই মেশিন ও কিছু আসবাবপত্র ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় এখনও থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি।

জানা যায়, গেল রাতে ওই গ্রাম থেকে রবিউল মন্ডল নামের এক ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করে হরিনাকুন্ডু থানা পুলিশ। এরপর ওই বাড়ি থেকে নাটোরের বড়াই গ্রাম থানার অপহরণ মামলার এক আসামী গ্রেপ্তার ও এক নারীকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার জেরে রবিউলের পরিবারের সদস্যরা, এবং তাদের সমর্থক গ্রামের পারুল মন্ডল, মাসুদসহ অন্যরা গেলরাত আড়াইটার দিকে পাশ্ববর্তি বাসিন্দা মোহাম্মদ হাসানুজ্জামানের বাড়িতে হামলা করে ভাংচুর করে। পরবর্তিতে বিষয়টি প্রকাশ করলে আবারো হামলার ভয় দেখিয়ে বেরিয়ে আসে হামলাকারীরা।

এদিকে ভুক্তভোগী মোহাম্মদ হাসানুজ্জামানের স্ত্রী সোনিয়া খাতুন অভিযোগ করে বলেন, তাদের জমির পাশের তিনটি মেহগনি গাছ প্রায় ১৬ দিন আগে কাটা হয়েছিল। পরে এই কাটা গাছ আনতে গেলে মোহাম্মদ হাসানুজ্জামানকে বাধা দেয় রবিউল মন্ডল, পারুল মন্ডল, মাসুদ পাতাসহ আরো অনেকে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে চাদা না পেয়ে রাতে তাদের বাড়িতে

হামলার ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত বলেও দাবি তার ।

হরিনাকুন্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান বলেন, হামলার ঘটনাটি শুনেছি। তবে এ ব্যাপারে থানায় এখনও কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে গৃহবধূর মৃত্যু

হরিনাকুন্ডুতে বজ্রপাতে মধুমালা (৪০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এই সময় তার সাথে থাকা দুইটা ছাগলও মারা যান।

বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলার জোড়াদাহ ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মধুমালা ওই গ্রামের মকছেদ আলীর স্ত্রী। তিনি দুই সন্তানের জননী।

স্হানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃষ্টি দেখে বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানে বেধে রাখা ছাগল আনতে যান তিনি। ছাগল নিয়ে ফেরার পথে বজ্রপাতের শিকার হন।

হরিনাকুন্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হরিনাকুন্ডুর গ্রামীণ রাস্তার

বেহাল দশা, ভোগান্তিতে লক্ষাধিক মানুষ

সংস্কারের অভাবে ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার অধিকাংশ গ্রামীন পাকারাস্তার অবস্থা এখন বেহাল দশা। এসব রাস্তায় মানুষ থেকে শুরু করে গাড়ী ঘোড়া চলাচলে জনদূর্ভোগ চরম আকার ধারন করেছে।

সমস্ত রাস্তার ছাল চামড়া উঠে খানা গর্তে পরিনিত হওয়াই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর বেহাল দশা থাকলেও সে দিকে কোন দৃষ্টি নেই কর্তৃপক্ষের।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, ১ নং ভায়না ইউনিয়নের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। লক্ষীপুর থেকে দোবিলা পর্যন্ত ও জোড়াদাহ বাজার হতে বাগআচড়া যাওয়ার রাস্তায় পিচ চোখে পড়ে কদাচিৎ। এসব রাস্তা অসংখ্য খানাখন্দে ভরে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

হরিনাকুন্ডুর হলবাজার থেকে জোড়াদাহ বাজার পর্যন্ত প্রায় দশ কি.মি সড়ক যান চলাচলের একদমই অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি লালন সড়ক নামে পরিচিত। নিয়মিত অফিস আদালতে যাতায়াত, পন্য পরিবহন, এ্যাম্বুলেন্স সেবাসহ নানাবিধ সেবা পেতে মুলত এই রাস্তাটি ব্যবহার করেই ভায়না, জোড়াদাহ, তাহেরহুদা ও ফলসী ইউনিয়নের বাসিন্দারা হরিনাকুন্ডু উপজেলা শহর ও জেলা শহরে যাতায়াত করে। রাস্তাটির বেহাল দশায় চরম দূর্ভোগে পড়েছেন এই চার ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষাধিক মানুষ।

২ নং জোড়াদাহ ইউনিয়নের ভেড়াখালী বাজার হতে ভবানীপুর হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তার ইট উঠে গিয়ে খানাখন্দে ভরে গেছে। ভেড়াখালী বাজার হতে জটারখাল ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তারও বেহাল দশা। জোড়াদাহ বাজার হতে হরিশপুরের ভেতর দিয়ে সাতব্রীজ যাওয়ার রাস্তার পিচ উঠি গিয়ে জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে যান চলাচলের। তাহেরহুদা ইউনিয়নের রামনগর বটতলা হতে ইউনিয়ন পরিষদগামী পিচের রাস্তা ক্ষত-বিক্ষত,খানাখন্দে ভরা।

একই অবস্থা ফলসী ইউনিয়নের হরিনাকুন্ডু হলবাজার থেকে চুলকানি বাজার পর্যন্ত রাস্তা, রিশখালী বটতলা থেকে হিঙ্গেরপাড়া, রিশখালী বাজার থেকে গবরাপাড়া, রিশখালী স্কুল থেকে সোনাতনপুর, হরিনাকুন্ডু হাসপাতাল মোড় থেকে ভূইয়াপাড়া, সোনাতন পুর থেকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]